# বিশ্বকাপ যাদের মিস করছে

● আহসান সেনান

ব্রাজিলে বিশ্বকাপ শুরু হতেই সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে বর্তমান বিশ্ব ফুটবলের মহাতারকাদের ওপর। নেইমারের সুযোগ এসেছে নিজেকে সবার সেরা প্রমাণ করার। অন্য তারকারা– যেমন মেসির জন্য সুযোগ এসেছে তার ক্লাব-ফর্ম আন্তর্জাতিক ময়দানে তুলে ধরার। রবেনের জন্য জাতীয় দলের সঙ্গে বড় কোনো অর্জনের এটাই হয়তো শেষ সুযোগ। তবে মুদ্রার উল্টোদিকও আছে। অনেক তারকা যে এবার মাঠেই নামতে পারলেন না! কেউ ইনজুরড, কেউবা দল থেকে বাদ পড়েছেন আবার অনেকের দল বিশ্বকাপে মূল পর্বে খেলারই যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। এবারের বিশ্বকাপ যাদের সবচেয়ে বেশি মিস করবে তারা হচ্ছেন–

**গ্যারেথ বেল (ওয়েলস)**

১০ কোটি ডলারেরও বেশি মূল্যমানের দুনিয়ার সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় গ্যারেথ বেল নিশ্চয় এবারের বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় মিস (ওয়েলসের অ্যারন রামসেও মিস করছেন বিশ্বকাপ)। দুনিয়ার অন্যতম সেরা খেলোয়াড় এবং শারীরিকভাবে দুনিয়ার সবচেয়ে দ্রুতগতির এবং শারীরিকভাবে সক্ষম উইঙ্গার বেল (এক্ষেত্রে রিয়াল মাদ্রিদের সতীর্থ রোনালদোর পরেই তার অবস্থান)। বেল এমন একজন খেলোয়াড়, যিনি একাই একটি দলকে বদলে দিতে পারেন। তার ওপর ২৪ বছর বয়সেই বেল নিজেকে বড় খেলোয়াড় হিসেবে বেশ ভালোভাবেই প্রমাণ করেছেন। ৩ বছর আগে ইন্টার মিলানের বিরুদ্ধে তার করা হ্যাটট্রিক নিশ্চয়ই টোটেনহ্যামের সমর্থকদের আজীবন মনে থাকবে! গত মওসুমে বেল রিয়াল মাদ্রিদে ট্রান্সফার হওয়ার পর এই স্প্যানিশ ক্লাব দুটি ফাইনালে উঠেছে : কোপা দেল রে এবং উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লীগ। এ দুই খেলাতেই জয়সূচক গোল করেছেন বেল। দুর্ভাগ্যবশত তিনি মাঝারি মানের ওয়েলস দলটিকে বিশ্বকাপে টেনে নিতে পারেননি।

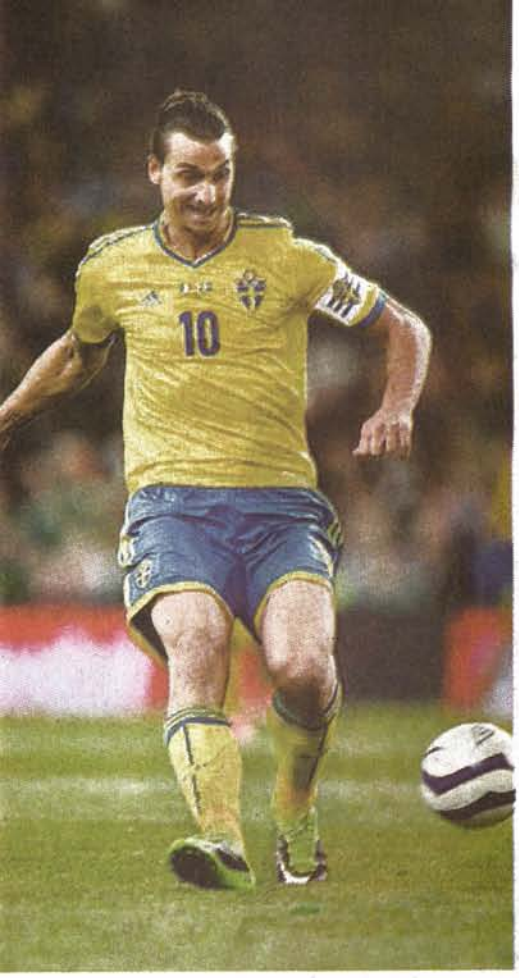

**জ্লাটান ইব্রাহিমোভিচ (সুইডেন)**

ইব্রাহিমোভিচকে কেন ফুটবলের একজন কিংবদন্তি বিবেচনা করা হয় না তার পেছনে নিশ্চয়ই কিছু ভালো কারণ রয়েছে। বারবার ক্লাব পরিবর্তনের কারণে তার কোনো একনিষ্ঠ সমর্থক বা ভক্তকুল গড়ে ওঠেনি। সুইডিশ ক্লাব মালমো এফ এফ-এ অভিষেক হওয়া এ ফুটবলার ৩ বছর কাটিয়েছেন অ্যাজাক্সে, ২ বছর জুভেন্টাসে, ৩ বছর ইন্টার মিলানে, ২ বছর বার্সেলোনায়, ২ বছর এসি মিলানে এবং ২ বছর পিএসজিতে। তুলনামূলক ভালো সুবিধা পাওয়াই হয়তো তার বারবার ক্লাব পরিবর্তনের পেছনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। রোনালদো ও মেসির সঙ্গে তাকে হলি ট্রিনিটির অংশ বিবেচনা করা হয়। ডাচ কিংবদন্তি মার্কো ভ্যান বাস্তেনের বিবেচনায় ইব্রাহিমোভিচ ফুটবলের সবচেয়ে অসংযত প্রতিভাধর ফিনিশার। ইব্রার দখলে আছে টানা আটটি লিগ শিরোপা জয়ের রেকর্ড (অ্যাজাক্সের হয়ে দুইবার, জুভেন্টাসের হয়ে তিনবার, ইন্টারের হয়ে দুইবার এবং বার্সেলোনার হয়ে একবার)। সাফল্য ছুটেছে ইব্রাহিমোভিচের পিছু পিছু। কিন্তু সুইডেন বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করতে না পারায় নিজের শেষ বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ হারিয়েছেন ইব্রাহিমোভিচ (সুইডেনের বিপক্ষে কোয়ালিফাই রাউন্ডে রোনালদোর ৪ গোলই এজন্য দায়ী)।

**মার্কো রয়েস (জার্মানি)**

বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের হয়ে দুটি সফল বছর কাটিয়েছেন রয়েস, যাকে দুনিয়ার অন্যতম সেরা আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রত্যাশা ছিল এবারের বিশ্বকাপে দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক আসরে নামতে যাচ্ছেন তিনি (২০১০-এ যেমন নেমেছিলেন ওজিল, মুলার বা খেদিরা)। জার্মানির কোয়ালিফাই অভিযানে নিজে ৫টি গোল করে এবং ৬টি গোলে সহায়তা করে জার্মানির অন্যতম অনিবার্য খেলোয়াড় হয়ে উঠেছিলেন তিনি। কিন্তু বিশ্বকাপ শুরুর সপ্তাহখানেক আগে আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে এক ফ্রেন্ডলি ম্যাচে অ্যাঙ্কেলে আঘাত পেয়ে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে পড়তে হয়েছে তাকে।

**ফ্রাংক রিবেরি (ফ্রান্স)**

ফরাসি কিংবদন্তি জিনেদিন জিদানের কথায় রিবেরি 'ফরাসি ফুটবলের রত্ন'। গত বছর রোনালদো আর মেসির পর রিবেরি দুনিয়ার তৃতীয় সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে রিবেরি এবারের বিশ্বকাপের অনেক বড় এক মিস।

শক্তিশালী এবং মাঠের প্রান্তরেখা ধরে দ্রুতগতিতে বল নিয়ে ছুটে যেতে সক্ষম এবং মানসিকভাবে ফ্রান্সকে নেতৃত্ব দিতে পারার সবচেয়ে ভালো সময়ে ছিলেন ৩১ বছর বয়সী এ ফুটবলার। উরুর ইনজুরি রিবেরিকে এবার বিশ্বকাপে নামতে দিচ্ছে না আর সেই সঙ্গে ফ্রান্সের বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনাও মিলিয়ে গেছে অনেকটাই। সারাবিশ্বের ফুটবল ভক্তরাও নিঃসন্দেহে তাকে খুব মিস করবে।

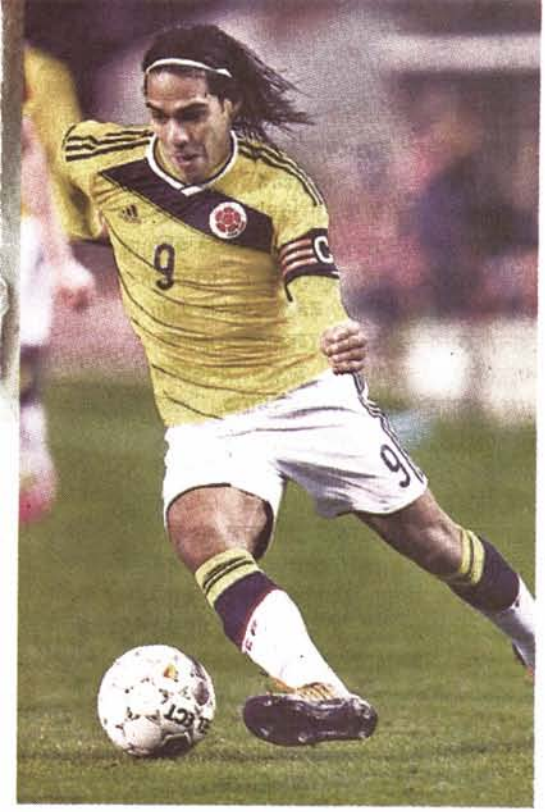

**রাদামেল ফ্যালকাও (কলম্বিয়া)**

বিশ্বের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার এবং হেডার হিসেবে স্বীকৃত ফ্যালকাও। কলম্বিয়ার এ ফুটবলার খ্যাতি পেয়েছেন পের্তোতে খেলার সময় থেকেই। এরপর গিয়েছেন অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ এবং তারপর মোনাকোতে। ধারণা করা হয়, মোনাকোতে ৬ কোটি ডলারের বিনিময়ে যোগ দিয়েছেন তিনি। ইনজুরি তার ২০১৩-১৪ সেশন এবং বিশ্বকাপের খেলার সুযোগ শেষ করে দেয়ার আগে ইউরোপের ৪ সেশনে ১২০টি গোল করেছেন। কোনো সন্দেহ নেই তাকে ছাড়া বিশ্বকাপে কলম্বিয়ার বেশিদূর যাওয়া এক রকম অসম্ভব।

**রবার্ট লেভেনডবস্কি (পোল্যান্ড)**

লেভেনডবস্কি লাইমলাইটে আসেন দুই মওসুম আগে, রিয়াল মাদ্রিদের বিরুদ্ধে ৪ গোল করে। চার বছর ধরে তিনি ডর্টমুন্ডের একজন ধারাবাহিক ভালো পারফরমার। বর্তমানে তিনি বিশ্বের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার। পোল্যান্ড বিশ্বকাপে খেলার

যোগ্যতা অর্জন করতে না পারায় ফুটবলের এই মহাযজ্ঞ চলার সময় ব্রাজিল থেকে দূরেই থাকতে হচ্ছে লেভেনডবস্কিকে।

**কার্লোস তেভেজ (আর্জেন্টিনা)**

বিতর্কিত এ খেলোয়াড় যেখানেই খেলেন না কেন, তার সামর্থ্য নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না (ইংলিশ তিন ক্লাবে খেলেই তিনি বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন)। জুভেন্টাসকে 'সিরি এ গ্লোরি' সম্মান এনে দেয়ায় প্রধান ভূমিকা রেখে আর্জেন্টাইন স্কোয়াডের প্রথম নামটি তিনি হবেন– এমনটাই মনে হচ্ছিল। কিন্তু লিওনেল মেসির সঙ্গে সদ্ভাব না থাকায় তার দলে স্থান পাওয়াকে অসম্ভব করে দেয়। তার নিজের দোষ, মেসির ঔদ্ধত্য কিংবা কোচের ব্যর্থতা– যা-ই হোক না কেন, বিশ্বকাপ চলাকালে ব্রাজিলের বাইরেই থাকতে হচ্ছে তেভেজকে।

**সামির নাসরি (ফ্রান্স)**

তেভেজের মতো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা জিততে সহায়তা করা নাসরির ফরাসি বিশ্বকাপ একাদশে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি একেবারে নিশ্চিতই ছিল বলা যায়। ২০১০

বিশ্বকাপে বিতর্ক ঘিরে রেখেছিল ফরাসিদের। তাই এবার ঠোঁটকাটা এবং বিতর্কপ্রবণ নাসরিকে একাদশের বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত নেন কোচ রেমন্ড ডোমেনেচ। রিবেরির ইনজুরির পরিপ্রেক্ষিতে নাসরিকে দলের বাইরে রাখাটা এখন ভুল বলেই মনে হচ্ছে।

**পিটার চেক (চেক প্রজাতন্ত্র)**
দুনিয়ার সেরা তিন গোলরক্ষকের একজন (বাফন ও ক্যাসিয়াসের সঙ্গে)। কিন্তু চেক প্রজাতন্ত্র বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করতে না পারায় চেককেও মিস করতে হচ্ছে ব্রাজিল বিশ্বকাপ।

**মারেক হামসিক (স্লোভেনিয়া)**
২২ বছর বয়সেই আন্তর্জাতিক কোনো আসরে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্লোভেনিয়াকে নেতৃত্ব দিয়েছেন মারেক। ইউরোপের শীর্ষ দশ খেলোয়াড়ের একজন হয়েও স্লোভেনিয়া কোয়ালিফাই করতে না পারায় বিশ্বকাপে আলো ছড়াতে পারছেন না মারেক।

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো (পর্তুগাল), লুইস সুয়ারেজ (উরুগুয়ে), রবিন ভন পার্সি (নেদারল্যান্ডস), ইয়াইয়া তুরে (আইভরি কোস্ট) তারা চারজনই নিজ নিজ দেশের পক্ষে বিশ্বকাপে মাঠে নামবেন, কিন্তু তারা কেউই পুরোপুরি ম্যাচ-ফিট নন। তাই ফুটবল বিশ্ব হয়তো তাদের সেরা খেলাটা এবার বিশ্বকাপে নাও দেখতে পারেন। বেশ কয়েক মাস ধরে ইনজুরিতে ভুগেছেন রোনালদো। গত মওসুমে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে খেলা শেষ ম্যাচে যেন তার অক্ষমতার ছায়া দেখেছেন দর্শকরা (একমাত্র বেলের ক্যারিশমায় রিয়াল মাদ্রিদের ভক্তরা রোনালদোর অভাব সেভাবে বুঝতে পারেননি)। পর্তুগালের হয়েও ইনজুরির সঙ্গে লড়তে হচ্ছে রোনালদোকে। এটা নিঃসন্দেহে রোনালদোর জন্য দুঃসংবাদ, কারণ প্রকৃতি প্রদত্ত প্রতিভা তার মেসি বা নেইমারের মতো নয়, তিনি খেলেন সুচারুভাবে গঠিত একটি মেশিনের মতো। রোনালদোর ভালো খেলার জন্য সব পারিপার্শ্বিক বিষয় ঠিকঠাক থাকতে হয়। সেরা রোনালদোকে না পেয়ে পর্তুগালের বিশ্বকাপে সাফল্যের সম্ভাবনা একেবারেই উবে গেছে (পর্তুগালের বিশ্বকাপ কোয়ালিফাইং পর্বে রোনালদো ছিলেন প্রধান অস্ত্র। ইব্রার সুইডেনের বিরুদ্ধে তিনি চার গোল করেছিলেন)। লিভারপুলের হয়ে দারুণ এক মওসুম কাটানো বিশ্বকাপে লুই সুয়ারেজ আলো ছড়াবেন– এমনটাই আশা দর্শকদের। খেলার মতো ফিট তিনি হয়তো হয়ে উঠবেন, কিন্তু নিজের সেরা খেলাটা দেয়া তার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব হবে না। ইনজুরির সঙ্গী রবিন ভন পার্সি গত ৫-৬ বছরে কখনই পুরোপুরি ফিট হয়ে মাঠে নামতে পারেননি। তারপরও ডাচদের আক্রমণভাগের নেতৃত্ব তিনিই দিচ্ছেন। প্রথম খেলায় গোলও করেছেন দুটি। হেডের গোলটি তো ছিল অসাধারণ। কারণ কোচ লুইস ভন গাল তাকে ভোট অব কনফিডেন্স দিয়ে দিয়েছেন। গুজব আছে, ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে খেলার সময় ইনজুরিতে পড়া তুরে এখনো পুরোপুরি সেরে ওঠেননি। দুনিয়ার সেরা বক্স টু বক্স মিডফিল্ডার, যিনি ডিফেন্সও সামলাতে পারেন আবার গোলও করতে পারেন (গত মওসুমে তিনি ২৫টির বেশি গোল করেছেন)। তার ওপরই বিশ্বকাপে আইভরি কোস্টের সাফল্য নির্ভর করছে।

অনুবাদ : **শানজিদ অর্ণব**